শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"প্রেমভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম্ ।
স্বর্ণময়ীসুতং বন্দে যোগমায়া মনোহরম্ ।।
বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্দ্ধিনীম্ ।
সদানন্দময়ীং স্বাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহম্ ।।"

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুদত্ত ও সদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু প্রকাশিত নামব্রহ্মঃ-

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।"

কলিহত জীবের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু মা-মণি'র মাধ্যমে সদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু'র দ্বারা অপ্রকট অবস্থায় "নামব্রহ্মের" মহিমা প্রকাশ করলেন। নামব্রহ্ম তত্ব এতদিন সাধারণের মধ্যে গোপন ছিল। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী মা-মণি'র মাধ্যমে মানবের পরম কল্যাণকর উপদেশ প্রকাশ করলেন শ্রীশ্রীসদ্গুরু উপদেশামৃত, অমরবাণী, ত্রিবেণী, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা, শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমলীলা, ঋষিবাণী, সার-সংগ্রহ মাধুরিমা প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা। নামব্রহ্মের মহিমা ঐসব গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয়েছে। নামব্রহ্মে মহাপ্রভু স্বয়ং শক্তিসঞ্চার করে দিয়েছেন। যারা বিশ্বাস এবং ভক্তির সঙ্গে ঐ নাম জপ করবেন তারা এক অমূল্য রত্নের সন্ধান পাবেন, সময়ে সদ্গুরু লাভ হবে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী নিজেই বলেছেন- "পূর্ব্ব সুকৃতি না থাকলে এসব অমূল্য সম্পদ লাভ হয়না।"

'শ্রীশ্রীসদ্গুরু উপদেশামৃত'(১ম খণ্ড) থেকেঃ-

৬ই আষাঢ় ১৩৫৮:- আমি(মা-মণি)- সেদিন কি লিখেছিলেন, মনে হচ্ছেনা, বড় ব্যাকুলতা হচ্ছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী প্রকাশিত হয়ে বললেন- নামব্রহ্ম লেখা ছিল।(দেখলাম উজ্বল জ্যোতির্ময় বড় বড় স্বর্ণাক্ষরে লেখা):-

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু- এই নামব্রহ্ম শক্তিপূর্ণ, যতদিন না সদ্গুরু'র আশ্রয় পায়, জীব যদি এই নামব্রহ্ম জপ করে অনেক উপকার হয়, সময়ে সদ্গুরু'র কৃপালাভ করে।

(৩২শে আষাঢ়) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নামব্রহ্ম প্রচারে উপকার হবে যা মহাপ্রভু নিজে বলে গিয়েছেন । যাঁরা সাধন পাননি নামব্রহ্ম জপ করতে পারেন।।

(৯ই শ্রাবণ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মহাপ্রভুদত্ত এই নামব্রহ্ম শক্তিশালী; যাঁরা সাধন পাননি তাঁদের মধ্যে এই নামজপ প্রচার হলে সদ্গুরু'র কৃপালাভ করবার অধিকারী হবে, এই যে একটি মহাদূর্লভ রত্ন বিতরণ করে গেছেন, ধরে নিতে পারছে না। শাক্ত,শৈব,বৈষ্ণব প্রভৃতি সব সম্প্রদায়েরই জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছে, কলিযুগে জীবের হরিনাম ছাড়া গতি নেই ভগবানের নামের কি সীমা আছে, অনন্ত নাম। এই মন্ত্রে
নিজ নিজ মনের ভাব অনুসারে যে দেবদেবীকে আরাধনা কর সেই পুরুষোত্তমেরই আরাধনা হবে। লোকে হরি কালী ভেদ করে কিন্তু ভগবানকে ডাকলে তিনি কখন কি রূপে আসেন তা তো বোঝা যায় না ।

(৩রা ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নামব্রহ্ম যে কি অমূল্য ধন, যা মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন সকলে জানে না। এইবার নামব্রহ্ম প্রচারের আবশ্যক হয়েছে। চেষ্টা তো হচ্ছে জীব মোহবদ্ধ হয়ে ধরে নিতে পারছে না।

(১৪ই ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মহাপ্রভু যে নামব্রহ্ম দিয়ে গিয়েছেন মহাপ্রভুকেই উপদেষ্টা করে তাঁর দেওয়া নামব্রহ্ম জপ করলে সময়ে সদ্গুরুদত্ত সাধন লাভ হবে। যাঁরা সাধন পাননি, উপযুক্ত গুরুরও অভাব তাঁদের জন্য নামব্রহ্ম জপ করার আদেশ রইল। অনেকেই নিজ নিজ প্রার্থিত বস্তু লাভ করবে।

(১৫ই ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- এই যে নামব্রহ্ম মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন, কয়জন ধরে নিতে পেরেছে ? লোকচক্ষুর অন্তরালে যেসব দিব্যদর্শী সাধকরা বাস করেন, তাঁরা এই জিনিস পেয়েছেন। কলিতে তারকব্রহ্ম নাম আর এই মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম বৈষ্ণব সাধুরা জপ করেন, সাধারণের মধ্যে নামব্রহ্মের মর্ম্ম গুপ্ত থাকায় কেউ জানতে পারেনি। সময় না হলে কিছু প্রকাশ হয় না। এমন লোক আছে যাদের সাধন পাবার আকাঙ্ক্ষার আছে কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অভাব, এই অবস্থার মধ্যে নামব্রহ্ম প্রচার হওয়ার আবশ্যক বিবেচনায় সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা হলো।
(১৭ই ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- নামব্রহ্মের প্রকৃত ধর্ম লোকের অগোচরে ছিল, জীবের দুর্দশা দেখে এতদিনে প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে, এই নাম জপের ফলে সদ্‌গুরু লাভ হবে ও প্রেমভক্তি লাভের অধিকারী হবে।
(২০শে ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- সত্যধর্ম নামব্রহ্ম কলিযুগে মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন, সময়োপযোগী এখন একমাত্র সেই যাজন করা জীবের রক্ষার উপায়। ঘরে ঘরে এইভাবে প্রচার হলে আবার শান্তি ফিরে আসবে।
(২৪শে ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- কালধর্মে সবই পরিবর্তন হচ্ছে; মহাত্মারা এইসব দেখে আবার যাতে মহাপ্রভুর দেওয়া নামে জীবের উদ্ধার হয়ে তার জন্য মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন মহাপ্রভুর ইচ্ছা অনুসারে এই নামব্রহ্ম প্রচারের ব্যবস্থা করতে হলো, আবার সত্যধর্ম ঘরে ঘরে জেগে উঠুক, মহাপ্রভু যখন নিজে নামব্রহ্ম প্রচার করেছিলেন, অন্তরঙ্গ ভক্তছাড়া কেউ জানতে পারেনি। যাঁরা জেনেছিলেন তাঁরা নিজেরা গোপনে ভজন করতেন, সাধারণে প্রকাশ হয়নি। জীবের দুঃখ দেখে আবার সেই দুর্লভ জিনিস মহাপ্রভু প্রকাশ করলেন, যাদের সৌভাগ্য হবে তারাই পাবে বা ধরে নেবে।

'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত'(২য় খণ্ড) থেকেঃ-

(১৪ই আশ্বিন) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী- কলির জীবের পরম সৌভাগ্য এইসব তপস্যালব্ধ দুর্লভ রত্ন অযাচিতভাবে তাদের দান করা হচ্ছে। এসব উপদেশ পাঠে জীবের ক্ষেত্র তৈরি হবে ও নামব্রহ্ম সাধনে সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করবার অধিকার হবে। কৃপা মানে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি। যারা সদ্‌গুরুদত্ত সাধন লাভ করেছে তারা এসব মূল্যবান বাণী উপলব্ধি করবে। যারা প্রকৃত প্রার্থী ধর্মলাভের ব্যাকুলতা আছে তারা শুনে পরে ধরে নেবে, আর যারা অজ্ঞান সংসারবদ্ধ তাদের বুঝতে দেরি হবে।
(১৫ই আশ্বিন) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- মা যারা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী গুরু কৃপায় তারা ধরে নেবে। সব জিনিস পাবার অধিকার সকলের হয় না। অন্য কোন যুগে এই জিনিস কেউ পায়নি, মহাপ্রভু প্রথম প্রচার করেন। নামব্রহ্ম মহাপ্রভু দিয়ে গেলেন, সাধারণে কেউ নিতে পারল না। এবার আবার জীবের মঙ্গলের জন্য প্রকাশ করা হলো, অর্থও বুঝিয়ে দেওয়া হল। যাদের ব্যাকুলতা আছে, প্রকৃত ধর্মার্থী তারা পাবে।
(২৪শে কার্তিক) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- এই সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য ত্রিকালদর্শী ঋষিরা কাল উপযোগী ব্যবস্থা করেন। জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁরা সর্বদাই ব্যস্ত আছেন। কলির প্রভাব থেকে রক্ষা করবার জন্য সদ্‌গুরু দ্বারা চারিদিকে নানাস্থানে শক্তিপূর্ণ নাম প্রচার করলেন তাও সবাই ধরে নিতে পারল না। এখন আবার মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম প্রচার করলেন। এইভাবে কতক রক্ষা পাবে, কতক ধ্বংস হয়ে যাবে; তখন আবার নূতন করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে। এসব কথা সমস্ত মহাত্মারা সমবেত হয়ে এই উপদেশ মত চল্‌তে বলছেন; এইভাবে চললে দেশের মঙ্গল হবে আবার সত্যধর্ম স্থাপন হবে।
(১৪ই অগ্রহায়ন) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু- প্রথম খন্ডে যে নামব্রহ্মের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, যারা সাধন পায়নি, উপযুক্ত গুরুর অভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেনি তারা এই নামব্রহ্ম নামসাধন করে সদ্‌গুরুর আদেশমত চললে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পাবার অধিকার লাভ করবে। ঘরে ঘরে নাম প্রচার হলে সত্যধর্ম বর্ধিত হবে। নামের অভাবে ধর্ম ম্লান হয়ে গিয়েছে। ধর্মার্থীদের সকলেরই দীক্ষা গ্রহণের বিশেষ আবশ্যক, এখন উপযুক্ত ব্রহ্মবিদ গুরুর অভাব। এই নামব্রহ্ম সাধন করা'র আদেশ রইল।
আমি- এইভাবে কি সকলেই বিশ্বাস করে গ্রহণ করবে ?
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু- গোঁসাইজী শক্তি সঞ্চার করে তোমার দ্বারা প্রকাশ করেছেন; প্রত্যেক উপদেশ শক্তিপূর্ণ, সত্যাশ্রয়ী ধর্মপরায়ণরা বিনা বিচারে সব গ্রহণ করবে। অবিশ্বাসী,শঠ,প্রবঞ্চক,অধার্মিকেরা এই উপদেশ লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে। তোমাদের উপর যেসব কাজের ভার আছে তোমরা করে যাও।

ভাগ্যবান ভাগ্যবতীরা গোঁসাইজীর এইসব অমূল্য উপদেশ সাদরে হৃদয়ে ধারণ করে ধন্য হবে। জীবনের গতি পরিবর্তন হয়ে আনন্দের অধিকারী হবে।
শ্রীশ্রী গোঁসাইজী- মহাপ্রভু যা বলে গেলেন সবই দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ হবে নামব্রহ্ম শ্লোকগুলিও দ্বিতীয় খণ্ডে লিখে দিতে বল্‌বে। নাম প্রচার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নাম প্রচার হলেই আবার সত্যধর্ম জেগে উঠবে, যারা প্রকৃত ধর্মার্থী তাদের রক্ষার জন্য এইসব ব্যবস্থা করান হচ্ছে। অধার্মিকরা তো ধ্বংস হবেই। ধর্ম চিরদিনই জয়লাভ করেছে। ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় এই সাধুবচন শাস্ত্রকর্তারা বলে গেছেন।
(১৭ই অগ্রহায়ন) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- মহাপ্রভু যখন এই নামব্রহ্ম প্রকাশানন্দের কাছে প্রকাশ করে বললেন সবাই ধরে নিতে পারলে না আসল বস্তু গোপন থেকে গেল। নামব্রহ্মাতেই শক্তি সঞ্চার করাছিল, অন্য যেসব নাম তাতে শক্তি দেওয়া নেই। মহাপ্রভু যখন দেশে দেশে নাম প্রচার করেছিলেন কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সেসময় পেয়ে তাঁর কৃপা লাভ করেছিল, তাঁরাও গোপন করে গিয়েছেন, তখন প্রকাশের সময় হয়নি। সদ্‌গুরুদত্ত নাম সাধন অভাবে ম্লান হয়ে গিয়েছে। উপযুক্ত গুরুরই অভাব হয়েছে। এখন আবার লুপ্ত ধর্ম জাগাবার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছে। যারা সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পায়নি তাদের জন্য নামব্রহ্ম দেওয়া হলো। যারা সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পেয়েছে আদেশমত না চলাতে নামের শক্তি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের জন্য এসব উপদেশ শক্তি সঞ্চার করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। পাঠ করতে করতে অনেক তত্ব বুঝতে পারবে। মহাপ্রভু তো নামব্রহ্ম সাধারণের মধ্যেই প্রকাশ করে জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু ভ্রান্তমতি সংসারবদ্ধ মানব ধরে নিতে পারলে না। যেসব সত্য গোপন আছে এবার সব প্রকাশ করতে হবে।

'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত'(৩য় খণ্ড) থেকেঃ-
(৩রা পৌষ ১৩৬৮) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী যোগমায়াদেবী - জীবের উদ্ধারের জন্য চিরকালই যুগোপযোগী ধর্ম যাজন করার ব্যবস্থা আছে। কলিকালের জন্য মহাপ্রভু নামব্রহ্ম দিয়ে গিয়েছেন; কেউ ধরে নিতে পারল না, ভ্রমে পড়ে গেল। কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম যা, তাই সব প্রচার করে জপের ব্যবস্থা করল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃততে যেখানে মহাপ্রভু নিজমুখে প্রকাশানন্দের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন সে কথা সকলেই পাঠ করে বা করছে; মহাপ্রভুর বলার উদ্দেশ্য সাধরনে কেউ বুঝতে পারলে না। সেই সময় তাঁর অন্তরঙ্গ কতক ভক্ত বুঝে তাঁরা নামব্রহ্ম জপ করে সদ্‌গুরু'র কৃপালাভ করেছেন। মহাপ্রভুর সময় যাঁরা নামব্রহ্ম সাধন করেছিলেন তাঁরাই জন্মান্তরে সদ্‌গুরু'র কাছে সাধন পেয়ে কৃপালাভ করেছেন; আবার তাই মহাপ্রভু নামব্রহ্ম প্রচার করলেন।
(৬ই পৌষ ১৩৬৮) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মহাপ্রভুর সময় চারজন ছাড়া শক্তিপূর্ণ নাম কেউ পায়নি। তখন যাঁরা প্রকৃত প্রার্থী ছিলেন তাঁদেরকে নামব্রহ্ম জপের আদেশ করেছিলেন, তাঁরাই জন্মান্তর গ্রহণ করে সদ্‌গুরুদত্ত নাম পেয়ে প্রেমভক্তি লাভের অধিকারী হয়েছিলেন, বাকি যাঁরা নাম পেলেন ক্ষেত্র তৈরি না থাকায় মূল উদ্দেশ্য ধরে নিতে পারলোনা। শক্তিপূর্ণ নাম, যে নামে গুরু শক্তিসঞ্চার করে দান করলেন, নিয়মিত সাধন না করাতে নামের শক্তি ঘুমিয়ে গেল।
(৩রা মাঘ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নামব্রহ্ম যতদিন সাধারণের মধ্যে প্রকাশের সময় হয়নি ততদিন গোপন ছিল। এই নামব্রহ্ম এইবার সাধারণের মধ্যে প্রচার হবে। মহাপ্রভু এখন অপ্রকট অবস্থার মধ্যে প্রকাশ করতে আদেশ দিয়েছেন।
(২৫শে মাঘ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মহাপ্রভুর দেওয়া নামব্রহ্ম এতদিন গোপনে ছিল, যারা পেয়েছিল কেউ প্রকাশ করেনি, বহুলোক আবার ধরে নিতেও পারেনি।
(২৩শে ফাল্‌গুন) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নামব্রহ্ম যারা পাবে ও জপ করবে মহাপ্রভুর দেওয়া শক্তিপূর্ণ নামই পাবে। পূর্ব সুকৃতি না থাকলে এসব অমূল্য সম্পদ লাভ হয়না। নিয়মমত নামজপ করলে ক্রমে পরিবর্তন বুঝতে পারবে। যেসব সংসারে গুরুকৃপা আছে সেইসব ঘরে নামব্রহ্ম প্রচার হবে।
(১১ই চৈত্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- এই নামব্রহ্ম যা মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন এতদিন প্রকাশের সময় হয়নি। যারা সাধন পায়নি তারা যেন আর বৃথা সময় নষ্ট না করে এই মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম জপ করে।
(১৬ই চৈত্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- নামব্রহ্ম যা প্রকাশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। প্রণবযুক্ত(ওঁ হরি) নামব্রহ্ম মহাপ্রভু তোমাকে দেখান নি।

আমি(মা-মণি) - "ওঁ হরিঃ" লিখে আপনি নামব্রহ্ম স্থাপন করেছিলেন, সেইজন্য নামব্রহ্মে "ওঁ হরিঃ" না থাকায় অনেকে বলছেন ভুল হয়েছে।
শ্রীশ্রী গোঁসাইজী - তখন আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করেছিলাম সেখানে নামব্রহ্মের পূজা করা হয়েছিল, সেজন্য সেখানে প্রথমে "ওঁ হরিঃ" দিয়ে নামব্রহ্ম দিতে হয়েছিল। এখন মহাপ্রভু কলিহত জীবের জন্য নামব্রহ্ম দিলেন ও জপ করার আদেশ দিলেন। এই নামব্রহ্ম জপ করলে কালে যখন সদ্‌গুরু লাভের অধিকার হবে তখন সদ্‌গুরু প্রণবযুক্ত নাম দেবেন। তুমি এ সম্বন্ধে কোন কিছু বলো না। এইসব ভিতরের গূঢ়ভাব সবাই বুঝতে পারে না।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু - জপ করার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত হয়েছে। নানা লোকের নানারূপ মনের ভাব। তুমি গোঁসাইজী'র আদেশমত যা লিখেছ এসবই জীবন্ত সত্য ভাষা। এই নামব্রহ্ম দিয়ে জপ করতে বলা হচ্ছে, এ দীক্ষাদান নয়। শক্তিপূর্ণ নাম জপের ফলে ক্ষেত্র তৈরি হলে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পাবার অধিকার পাবে। এই শক্তিপূর্ণ নাম জপ করলে মন-প্রাণ-দেহ সত্বভাবে পূর্ণ হবে। যারা সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পায়নি, অদীক্ষিত - তাদের জন্য এই নাম জপ করার আদেশ রইল।
(২০শে চৈত্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে তাঁর আদেশমত চলা, আর অদীক্ষিতদের নামব্রহ্ম জপ করা সদ্‌গুরু লাভের একমাত্র পথ, মহাপ্রভু বলে দিচ্ছেন।
(৩১শে চৈত্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- কলিতে মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্মই জীবের একমাত্র গতি। সদ্‌গুরুদত্ত সাধন যারা পায়নি এই নামব্রহ্ম তারা মহাপ্রভুর আদেশমত জপ করলে সময়ে সদ্‌গুরু লাভ করবার অধিকার পাবে, যারা ধর্মলাভ করতে চায় তারা যেন এই আদেশ মন দিয়ে পড়ে ও সেইমত চলে।

‘শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত’(পরিশিষ্ট) থেকেঃ-
(৩১শে আষাঢ় ১৩৫৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - নামব্রহ্ম যে ঘরে একজনও পেয়েছে তাদের উপর কলি তার কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আবার যখন লোকের ধর্মপিপাসা জাগবে, সেইসময় কোন ভক্ত দ্বারা প্রচার হবে। কলির অধিকারের মধ্যে এখন যারা ধর্মপরায়ণ আছে, তাদের দ্বারাই আবার প্রকাশ হবে।
(৪ঠা শ্রাবণ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, মহাপ্রভু কলির জীবের উপর কৃপা করে শক্তিপূর্ণ নামব্রহ্ম ও এইসব উপদেশ প্রচার করলেন।
(১৮ই শ্রাবণ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন সেই সময় অনেক দক্ষিনবাসী তাঁর ভক্ত হয়েছিল, দীক্ষা না পেলেও তারা মহাপ্রভুকে উপদেষ্টা মনে করে তাঁরই আদেশ পালন করে চলছিল, মহাপ্রভু তাঁদের নামব্রহ্ম জপ করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেই সময় অনেক ভক্ত সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পেয়ে তাঁর কৃপালাভ করেছিল।
(২৩শে শ্রাবণ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, মহাপ্রভুদত্ত তারকব্রহ্ম নাম কতকলোক পেল, কতকলোক নামব্রহ্ম পেল, তারাই আবার জন্মান্তরে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পেয়েছে। হরেকৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে নামব্রহ্ম পাবার অধিকার হয়, তারপর সদ্‌গুরু কৃপা করে সাধন দেন।
(১৩ই ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, গুরুকরণ প্রত্যেকের আবশ্যক। স্বয়ং ভগবান যখনই অবতার গ্রহণ করেছেন তিনিও দীক্ষা গ্রহণ করেছেন ও সেই শিক্ষা সকলকে দিয়ে গিয়েছেন। দীক্ষার প্রয়োজন নেই বলে মস্ত ভুল করছে, দীক্ষা গ্রহণ করা ভগবৎ নিয়ম, যারা এর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করছে তারা সত্যের অপলাপ করছে, এতে বহু লোককে অমঙ্গলের পথ দেখান হয়েছে। এই সব দেখেই মহাপ্রভু নামব্রহ্ম প্রকাশ করলেন। দীক্ষার দরকার নেই এই কথার সৃষ্টি করে মহা অনর্থ করা হয়েছে। এখনও যদি মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে নামব্রহ্ম জপ করে মঙ্গল সাধিত হবে।
(১৪ই ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, ...এই নামব্রহ্ম যেন দুবেলা সময় মত জপ করে। এই নামব্রহ্ম জপের ফলে একদিন সেই যোগীজন দুর্লভ চিরসুন্দরের সন্ধান পাবে।
(১৫ই ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, এবার মহাপ্রভু এসব শক্তিপূর্ণ উপদেশ এমনভাবে প্রকাশ করলেন কোনদিন নষ্ট হবেনা। এখন সবাই নিতে না পারলেও এমন দিন আসবে এই নামব্রহ্মের মহিমায় ঘরে ঘরে বিজয়ডঙ্কা বাজবে, চারিদিক থেকে ছুটে এসে সাদরে গ্রহণ করবে। যে সত্য এই লেখার মধ্যে প্রকাশ করা হল, কোনদিন কেউ এতে কল্পনা বা অতিরঞ্জিত ভাব এনে এই সত্যের মর্য্যাদা হানি করতে পারবে না।

(১৭ই ভাদ্র) আমি(মা-মণি) - নামব্রহ্ম জপ করতে বলছেন কিন্তু কিভাবে জপ করবে সে কথা তো মহাপ্রভু কিছু বলে দেননি, এমন সময় 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলতে বলতে মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম আশীর্বাদ করে বললেন- মা, মনে মনে জপ করলেই হবে, এ নামব্রহ্ম কীর্তনও করতে পারে। জিভে উচ্চারণ করাতে কোন ক্ষতি হবেনা, যেভাবে যার সুবিধা হবে সেইভাবেই সে করবে। শক্তিপূর্ণ নামব্রহ্ম সাধন করলেই কৃপা অনুভব করবে। সদ্‌গুরুদত্ত নাম শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করতে হয়। এই নামব্রহ্ম যারা ভক্তিপূর্বক জপ করবে তারা অল্পদিনের মধ্যেই নিজের পরিবর্তন বুঝতে পারবে।
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, যারা নামব্রহ্ম পেয়েছে, মহাপ্রভুর আদেশমত ঐভাবে নাম করে, সদাচার রক্ষা করে যেন সনাতন নিয়ম মেনে চলে।
(২৬শে আশ্বিন) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা, নামব্রহ্ম ঘরে ঘরে প্রচার হলে আবার সুদিন দেখা দেবে, নামব্রহ্ম জপ করা আর এইসব উপদেশ পাঠ করা কলির জীবের একমাত্র রক্ষার উপায়। একজনও উদ্ধার হলে সত্য প্রচার হবে।
(৪ঠা কার্তিক) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা, গোঁসাইজীর প্রকৃত ভক্তেরা কেউ কেউ দূরে আছে, সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পায়নি, সময়ে সাধন পাবে, এখন এই নামব্রহ্মের সন্ধান পেয়ে তারা জপ করবে ও কেউ কেউ আরম্ভ করেছে। সত্য প্রচার হলে নামব্রহ্ম জপ করা আর এই সত্য ধরে থাকাতে তারা সময়ে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পাবে। নামব্রহ্ম জপ করা আর সত্য অবলম্বন করে যারা চলবে তারা ভগবৎ কৃপালাভ করবেই, তাদের রক্ষাকর্তা ভগবান, কোন অমঙ্গলই স্পর্শ করতে পারবে না।

‘শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম লীলা’ থেকেঃ-
(২৫শে ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু বিচলিত হয়ে সকলের জন্যই আবার নাম প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। এই নামব্রহ্ম শক্তিপূর্ণ।
(৫ই বৈশাখ ১৩৫৯) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, ...সঙ্গে দেখা হলে নামব্রহ্ম জপ করার কথা বলে দিও। নামব্রহ্ম জপ করা ও সত্যপ্রচার করা এই দুইটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু আদেশ করেছেন।
(৯ই বৈশাখ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা,.....ক্রমে ক্রমে নামব্রহ্ম প্রচার হচ্ছে। মহাপ্রভুর কৃপায় আবার সত্যের সন্ধান পাবার আকাঙ্খা নরনারীর প্রাণে জাগ্রত হবে।
(১৪ই বৈশাখ) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - মহাপ্রভুর দেওয়া নামব্রহ্ম এখন ধর্মার্থীরা সাধন করুক। ক্ষেত্র তৈরী হলেই সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পাবে।
(১৯শে বৈশাখ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, এই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ইচ্ছায় উপদেশের মধ্য দিয়ে সত্যের বীজ ছড়ান হল সুকৃতিপরায়ণ ব্যক্তিরা সযত্নে গ্রহণ করবে। সময়ে সেই বীজ থেকে ভক্তির অঙ্কুর বের হয়ে ক্রমে ক্রমে নামব্রহ্ম সাধন যারা করছে বা করবে তাদের সত্বগুণ বর্দ্ধিত হবে ও মহাপ্রভুর কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ করবার অধিকার লাভ করবে। ......কে বলবে এই শক্তিপূর্ণ নামব্রহ্ম জপ করলে ধর্ম সম্বন্ধে যেসব জটিল প্রশ্ন মনে আসবে, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অলৌকিক ভাবে মীমাংসা হয়ে যাবে।
(২৩শে বৈশাখ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, যাদের সাধন হয়নি তাদের জন্য নামব্রহ্ম জপ করবার আদেশ মহাপ্রভু কৃপা করে দিয়েছেন। ক্ষেত্র তৈরী হলেই সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পাবে। নামব্রহ্ম জপ করার সঙ্গে মনকে অন্তর্মুখী করে সত্যধর্ম যে কি, স্থিরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। ক্রমে মনের সংশয় দূর হয়ে সত্যের স্বরূপ দেখতে পাবে।
(৩১শে বৈশাখ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, এইসব লেখাতে কালে বহুলোক উপকার পাবে। আবার যখন সত্যধর্ম জাগ্রত হবে, এইসব উপদেশ, লীলাদর্শন জীবন্ত বলেই ধর্মার্থীদের স্পর্শ করবে, তারা সাদরে গ্রহণ করবে। সব সত্যই প্রকাশ হয়ে মিথ্যার আবরণ সরে যাবে; সময় সাপেক্ষ। প্রকৃত সত্যধর্ম যারা ধরে আছে, তাদের রক্ষার জন্য এইসব অবলম্বন দেওয়া হচ্ছে। তখন ঘরে ঘরে আবার মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম সাধন করার ফলে অনেকেই সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পাবে। মহাপ্রভুর কৃপায় সত্যধর্ম লোকের মধ্যে জাগ্রত হবে। এইসব লেখা নিয়ে অনেকে গোলমাল করবে। তারা কলির চর, সত্য সহ্য করতে পারবে না। সেসব স্থানে চুপ করে থাকবে।

(১লা জৈষ্ঠ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - এবার যারা নামব্রহ্ম পাবে তাদের একটা সুযোগ এসেছে, যাদের প্রাণে ধর্মপিপাসা আছে তারা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে। ...... মানুষ যদি সনাতন নিয়ম অনুসারে চলে, সত্যপথ ধরে থাকে, সময়ে তারা নামব্রহ্ম পাবে।
(৮ই জৈষ্ঠ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - সরল বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই নামব্রহ্ম জপ করে সদ্গুরু লাভের অধিকার পাবে।
(২২শে জৈষ্ঠ) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - উপদেশ যা দেওয়া হয়েছে এতেই বহুলোক উপকার পাবে। সব জিনিস পাবার যোগ্যতা সকলের থাকেনা। এই অসার সংসারে একমাত্র সার মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম আর সদ্গুরুদত্ত শক্তিপূর্ণ এইসব উপদেশ যা বর্তমানে কলির জীবের মঙ্গলের জন্য দেওয়া হল। যাদের দীক্ষা হয়নি তারা নামব্রহ্ম জপ করবে। যাদের সাধন পেয়েও গুরুশক্তি ঘুমিয়ে গিয়েছে তাদের এইসব উপদেশে চৈতন্য হবে। প্রকৃতির নিয়মে সব জিনিসই দুই ভাগে বিভক্ত, তাই কতকলোক বিশ্বাসী, তারা এসব পাঠে উপকার পাবে, অবিশ্বাসীরা বঞ্চিত হবে।
(১৪ই অগ্রহায়ণ) শ্রীশ্রীসগোঁসাইজী - মহাপ্রভু কৃপা করে নামব্রহ্ম প্রচার করে জীবকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সদ্গুরু যেমন ইষ্টমন্ত্রে শক্তিসঞ্চার করে দীক্ষাদান করেছিলেন, মহাপ্রভু তেমনি নামব্রহ্মাতে শক্তিসঞ্চার করেছেন, নিতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

'সার সংগ্রহ মাধুরিমা' থেকেঃ-

(৯ই আষাঢ় ১৩৬১) শ্রীশ্রীসগোঁসাইজী বল্লেন- মা, অমুক যেকথা জানতে চাইছে তার উত্তরে তাকে বলো নামব্রহ্ম জপের ফলে কারও কারও এই জন্মেই সদ্গুরু লাভ হবে, কারও জন্মান্তরে সদ্গুরুলাভ হবে; ফলাফল সাধন অনুযায়ী লাভ হয়। অনাসক্ত ভাবে সর্বদা ভগবৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারলে এই জন্মেই সদ্গুরুর কৃপালাভ করবে। সিদ্ধপুরুষ বা যোগী এঁদের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করলে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ যদি তাঁদের হয়ে থাকে তাহলে'ই তাঁদের শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যেও লাভ হবে, নতুবা লাভ করা সম্ভব নয়। নিজে যে জিনিস পায়নি সে বস্তু অপরকে কি করে দেবে ?
(১৩ই আষাঢ়) "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মনি বৈষ্ণবে
স্বল্পপূণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ।।" - ভক্তমাল ৬ষ্ঠ মালা ।
অর্থাৎ হে রাজন্ যারা স্বল্পপূণ্যশীল, তাদের মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে কিছুতেই বিশ্বাস জন্মে না।

'ত্রিবেণী' গ্রন্থ থেকেঃ-

(২২শে জৈষ্ঠ ১৩৬১) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, ...নামব্রহ্ম প্রচার করাই এখন একমাত্র রক্ষার উপায়। যারা নামব্রহ্ম জপ করছে বা করবে তারা সদ্গুরুদত্ত সাধন পাবে সে কথা পূর্বেই বলেছি।
(১৯শে কার্তিক) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, ...কে কিছু উপদেশ দেবার জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসছেন, সেইজন্য তোমাকে আসনে বসালাম। এমন সময় পরমহংসদেব এলেন, আমি প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে বললেন, মা ......কে বলবে, গোঁসাইজী ও আমি পৃথক নই, এক এক কাজের ভার নিয়ে এক এক রূপে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। জীব উদ্ধারের ভার গোঁসাইজীর উপর ছিল, উপদেশ দেবার ভার আমার উপর ছিল। ......মা, অমুক যেন মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম জপ করে। সকাল-সন্ধ্যায় সময় মত একবার করে বসে নাম জপ করতে বলবে। কলিকালের জন্য নামই জীবের মুক্তির পথ; যতদিন না দীক্ষালাভ হয়, মনস্থির করে নাম করলে সময়ে গুরুলাভ হবে।
(১৮ই বৈশাখ ১৩৬২) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা যখন করবে তখনই সমস্ত শুভক্ষণ উদয় হবে। নামব্রহ্ম স্থাপনে কালাকাল নেই। সর্বজীবের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু যে নামে শক্তিসঞ্চার করেছেন সে নাম যখনই স্থাপন হবে, সেই শুভক্ষণ জানবে। শুভকাজে বিলম্ব করা উচিত নয়,যত শীঘ্র সম্ভব যেন নামব্রহ্ম স্থাপনের ব্যবস্থা হয়।....কোন বাহুল্য না করে শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম স্থাপন করবে,ভক্তদের নিয়ে নামকীর্তন করবে ও ভোগ দেবে।বাইরের বেশি অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন,সত্য ক্রমে নিজে থেকেই প্রকাশ হবে। ......নামব্রহ্ম স্থাপনের সময় আমি, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু উপস্থিত থাকি। এই নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা হওয়াতে সকলেই আনন্দ লাভ করেছি।

(২৪শে ভাদ্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, ... নামব্রহ্ম জপের ফলে সদ্‌গুরুদত্ত দীক্ষালাভ হবে এ কথা পূর্বে বলেছি, ক্ষেত্র তৈরী হলে সাধনও পাবে।
(১লা আশ্বিন) 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলতে বলতে ভাবে বিভোর মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে বললেন- মা, ...কে নামব্রহ্ম জপ করতে লিখবে, জপের ফলে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন লাভ করবে।
(১৮ই আশ্বিন) 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলতে বলতে ভাবে বিভোর মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে বললেন- মা, নামব্রহ্ম স্থাপন করাতে পরম মঙ্গল সাধিত হল। এক এক জনকে এক এক কাজের ভার নিয়ে আসতে হয়েছে। স্বামিজীর উপর নামব্রহ্ম স্থাপন করে ঘরে ঘরে প্রচার করার ভার দেওয়া আছে। তুমি এই নামব্রহ্ম স্থাপন কর, ইষ্টনামে প্রতিষ্ঠা করবে ও হরিলুট দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করবে। শুভকাজে বিলম্ব করতে নেই, যখন প্রতিষ্ঠা করবে তখনই সর্ব শুভক্ষণ উদয় হবে।
(১৯শে আশ্বিন) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, নামব্রহ্মতে মহাপ্রভুর শক্তি আছে, স্থাপন করাতে তাই তাঁর প্রকাশ অনুভব করলে। প্রতিষ্ঠার সময় সপারিষদ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। ভোগের সময় এসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও দেখে আনন্দ করলেন।
(৩রা চৈত্র) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, নামব্রহ্ম পূজার অধিকারী দীক্ষিত বৈষ্ণব মাত্রই। নামব্রহ্ম স্থাপন করা, পূজা করা, মহাপ্রভু নিজে বলে গিয়েছেন, এখনও সেই কথা বলছেন। কলির জীবকে মহাপ্রভু এই অসীম করুণার দান নামব্রহ্ম প্রকাশ করে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।
মা,মা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এলেন ও সেইখানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কোলে বসলেন, শিশুর মত ভাব। তাঁকে প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে বললেন - মা, ... এখন নামব্রহ্ম জপ করতে করতে যারা সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করবে তাদেরই নামব্রহ্ম দেওয়া হচ্ছে। গোঁসাইজী যেসব উপদেশ তোমার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন সেই উপদেশ পড়তে বলবে , সেইমত চলতে চেষ্টা করতে লিখবে। ......গোঁসাইজীর সব উপদেশ আমার আদেশ মনে করে পড়তে লিখে দিও, সময় হলেই সব পাবে। আমাদের আশীর্বাদ দিও, যারা ভগবানকে চাইবে তারা যেন গোঁসাইজীর পথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করে, এই পথে গেলেই সেই আনন্দময়ের সন্ধান মিলবে।
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বললেন- মা, ... নামব্রহ্ম স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা হয়ে জীবের কল্যাণের পথ মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এমন দিন আসবে ঘরে ঘরে এই নামব্রহ্ম স্থাপন হবে।

'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর অমরবাণী' থেকেঃ-
(৫ই কার্তিক ১৩৬৩) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, ...কে লিখো উপদেশামৃত'তে যেসব বাণী দেওয়া হয়েছে জীবের পক্ষে অতীব কল্যাণকর, সেইসব উপদেশ যারা বিশ্বাস-ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করবে তারা ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে আনন্দধামের সন্ধান পাবে। ঘরে ঘরে একসময় এইসব বাণী নরনারীর নিত্যপাঠ্য হবে। মহাপ্রভু কলিহত জীবের জন্য নানাভাবে তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করছেন। সদ্‌গুরুদত্ত সিদ্ধনাম যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের সমস্ত ভার সদ্‌গুরু গ্রহণ করেছেন, যারা পায় নি তাদের জন্য নামব্রহ্ম দিয়েছেন, সময়ে তারাও তাঁর কৃপালাভ করবে। ......এই অনিত্য সংসারের একমাত্র সম্বল সেই সচ্চিদানন্দময় সত্যস্বরূপের অমূল্য নাম। নামই শক্তি, সাধ্যমত নামসাধন করবে ও সত্য ধরে সর্বদা তাঁর আদেশ পালন করবে। আমাদের আশীর্বাদ দিও।
(১টী ১৪ বছরের ছেলের চিঠির উত্তরে) শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - মা,......কে লিখে দিও নামব্রহ্ম জপ করতে, জপের ফলেই তাঁর কৃপা অনুভব করবে।

জয়গুরু জয়গোঁসাই   জয়গুরু জয়গোঁসাই   জয়গুরু জয়গোঁসাই

\- ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি -